গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

"World Antibiotic Awareness Week " বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
স্থান	ঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০১৭; সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ সালাহউদ্দিন আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভার আলোচনা ঃ

১. সভার শুরুতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ঝুঁকি বর্ণনা করে উপস্থিত সকলকে এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

২. আইসিডিডিআরবি-এর বিজ্ঞানী ডঃ মোঃ ওয়াসিফ আলী খান ২০১৬ সালে নেপালের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় বানানো একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শ করেন যেখানে এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহারের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ সালাহউদ্দিন "DGDA efforts and Plan for combating Antimicrobial Resistance in Bangladesh" বিষয়ে একটি Presentation উপস্থাপন করেন।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সাইদুর রহমান খান " Antimicrobial Resistance: Threat to Future Generation" বিষয়ে একটি Presentation উপস্থাপন করেন।

৫. ঔষধ শিল্প সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ শফিউজ্জামান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক মহোদয়কে এ রকম একটি যুগোপযোগী বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এন্টিবায়োটিকের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসক সমাজের অংশগ্রহণ কামনা করে বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন)-এর সাথে এ বিষয়ে একটি সভা আয়োজন করার অনুরোধ জানান। Antibiotic Resistance রোধে ঔষধ শিল্প সমিতির পক্ষ হতে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

৬. সিডিসি-এর লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডঃ সানিয়া তাহমিনা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে এন্টিবায়োটিক সচেতনতামূলক সপ্তাহ পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন। তিনি বলেন, এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার এখন সর্বজনবিদিত সুতরাং সময় ক্ষেপণ না করে অতিদ্রুত Antibiotic Resistance রোধে কাজ শুরু করতে হবে। তিনি জানান, Antibiotic Resistance রোধে ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই প্ল্যান কার্যকরে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ GARP-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ফয়েজ আহমেদ বলেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে Cultural Sensitivity Test করে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় না যদিও সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশে প্রায় ৫ হাজার-এর ও অধিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি Cultural Sensitivity Test করে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ-এর পরামর্শ দেন।

৮. প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর-এর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ডাঃ পবিত্র কুমার সাহা বলেন, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতামূলক পোস্টার বিতরণ করার কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া গর্ভকালীন সময়ে যেন

কোন পশুপাখিকে এন্টিবায়োটিক না দেওয়া হয় এবং এন্টিবায়োটিক ছাড়া বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করার যায় সে বিষয়ে ১৫০০ খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. মেসার্স ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর প্রতিনিধি হাসনিন মুক্তাদির বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে নির্দেশনা দেওয়া হবে তারা সেটা পালন করবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

১০. বারডেম মেডিকেল ও হাসপাতাল-এর ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ আফসানা বলেন, বারডেমে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কিত গাইডলাইন প্রনয়ণের কাজ করেছেন। তিনি এটি সবার সাথে শেয়ার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন স্কুল গুলোতে যেন এ বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেদিকে গুরুত্ব আরোপ করেন।

১১. মেসার্স ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নীতিমালা-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতাল গুলোতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের গাইডলাইন প্রনয়ণ এর কাজ চলমান। তিনি এ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন, Antibiotic Resistance সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল গুলোতে যোগ্য গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টের প্রয়োজন। এছাড়া এ বিষয়ে ডাক্তার ও ফার্মাসিস্টদের যৌথভাবে কাজ করার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বিডিএনএফ হালনাগাদ করে নিয়মিত প্রকাশ করার প্রস্তাব প্রদান করেন।

১৩. SIAPs-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম Antibiotic Resistance প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও অন্যান্যদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এ গিয়ে যাওয়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

১৪. নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হাসান মাহমুদ রেজা বলেন, ক্লিনিক বা ডাক্তারদের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সকল ফার্মেসীতে এ বিষয়ে লিফলেট বিতরণ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। তিনি পল্লী চিকিৎসকদের নিয়ে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করার প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি কম দামে এন্টিবায়োটিক বিক্রির বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে রিসার্চ-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ শিল্প সমিতি ও রিসার্চ সেন্টারগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১৫. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক বলেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অধিক মূল্যে ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক বিক্রি হচ্ছে কি না তা নিয়মিত তদারকি করছেন। এছাড়া তিনি বলেন, অধিক মূল্যে ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক বিক্রি হচ্ছে এ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে অভিযোগ করলে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন, রিসার্চ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৬. বাংলাদেশ কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আবদুল হাই উপজেলা পর্যায়ে পল্লী চিকিৎসক ও কেমিস্টদের নিয়ে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করার প্রস্তাব করেন।

১৭. ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব এ কে এম নাসির উদ্দিন Antibiotic Resistance প্রতিরোধে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার গাইডলাইন বা পলিসি তৈরির কথা উল্লেখ করেন।

১৮. বাংলাদেশ USP-PQM-এর চীফ অফ পার্টি জনাব ডঃ সৈয়দ ওমর খৈয়ম বলেন, স্বনামধন্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যারা এন্টিবায়োটিক তৈরি করছে তাদের নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা সভা করা যেতে পারে এবং রিটেইল ফার্মেসীগুলোতে ফুল কোর্স এন্টিবায়োটিক বিক্রির প্রচারণা চালাতে হবে।

১৯. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর পরিচালক (চঃ দাঃ) জনাব মোঃ রুহুল আমিন আলোচনা সভার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

২০. পরিশেষে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মহাপরিচালক মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরামর্শসমূহ ঃ

১. স্কুলগুলোতে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে সচেতন করা যে, ভালভাবে হাত ধুলে ৭০-৮০% infection disease রোধ করা সম্ভব।

২. গ্রামাঞ্চলে পল্লী চিকিৎসক, কেমিস্ট, ফার্মাসিস্ট, কমিউনিটি ক্লিনিক ও সাধারণ জনগণ-কে নিয়ে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ পূর্বক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী মডেল ফার্মেসীতে কাজ করার বিষয়টি তাদের ইন্টার্নশীপে অন্তর্ভুক্ত করা এবং Antibiotic Resistance বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।

৫. Antibiotic Resistance বিষয়ে গবেষণা করা।

৬. ক্লিনিক বা ডাক্তারদের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে Antibiotic Resistance বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো ।

৭. এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৮. অপ্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক প্রেশক্রাইব বিষয়ে চিকিৎসক সমাজ বা বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন)-এর সাথে একটি সভা আয়োজন করা।

৯. সকল ফার্মেসীতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা।

১০. ঔষধের মোড়ক সামগ্রীতে ওটিসি মনোগ্রাম ব্যবহার করা।

১১. এন্টিবায়োটিক-এর মোড়ক সামগ্রী যেমনঃ কার্টন, ব্লিস্টার, লিফলেট ও স্ট্রিপ-এ এন্টিবায়োটিক কথাটি উল্লেখ করা।

১২. এন্টিবায়োটিকের ডোজ অনুসারে প্যাক সাইজ করা এবং এন্টিবায়োটিকের ফুল কোর্স ও রেজিস্টার্ড ডাক্তার-এর ব্যবস্থাপত্র ছাড়া রিটেইল ফার্মেসীতে এন্টিবায়োটিক বিক্রি না করা। এন্টিবায়োটিক বিক্রির রেজিস্টার্ড মেইনটেইন করা।

১৩. Antibiotic Resistance সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল গুলোতে যোগ্য গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট নিয়োগ প্রদান করা।

১৪. বিডিএনএফ হালনাগাদ করে নিয়মিত প্রকাশ করা।

১৫. Antibiotic Resistance বিষয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপণ দেওয়া।

১৬. স্বনামধন্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যারা এন্টিবায়োটিক তৈরি করছে তাদের নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা সভা করা।

১৭. Cultural Sensitivity Test করে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা।

১৮. সেন্ট্রাল সার্ভার-এ patient demographic data input-এর ব্যবস্থা করা।

১৯. Antibiotic Resistance বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনকে involve করা।

২০. স্কুলগুলোতে শারীরিক শিক্ষার পরিবর্তে স্বাস্থ্য চিকিৎসার প্রবর্তন করা।

(মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।